# দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম [যাকাত অধ্যায়]

বিভাগ/অধ্যায়ঃ গৃহপালিত পশুর যাকাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন

## গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

(ক) নিছাব পরিমাণ হওয়া : গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ইসলামী শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব সংখ্যক পশুর মালিক হতে হবে। আর তা হল, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ৪০ টি, গরু ৩০ টি এবং উট ৫ টি। উল্লিখিত সংখ্যা হতে কম হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ-

‘পাঁচের কম সংখ্যক উটের যাকাত নেই।[1] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً-

মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, গরুর যাকাতে প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি ‘মুসিন্নাহ’ (দু’বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) এবং প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি ‘তাবী’ অথবা ‘তাবী‘আহ্’ (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) গ্রহণ করবে।[2]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ-

‘কারো গৃহপালিত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই’।[3]

(খ) পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মালিকানায় থাকা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই’।[4]

তবে গৃহপালিত পশুর বাচচা তার মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বছরে একবার গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায় করা হবে। আর আদায়ের সময় বাচ্চা মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) ‘সায়েমা’ তথা বিচরণশীল হতে হবে : যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় নিজেই বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে সায়েমা বলা হয়। অতএব বছরের অধিকাংশ সময় মালিক নিজে খাদ্য সংগ্রহ করে পশুকে খাওয়ালে সে পশুর উপর যাকাত ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ-

‘বিচরণশীল ছাগলের যাকাতে চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল।[5] তিনি অন্যত্র বলেন,

فِيْ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ-

‘বিচরণশীল প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি বিনতু লাবুন (দু’বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট)।[6]

## ফুটনোট

[1]. বুখারী হা/১৪৪৭, ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘রৌপ্যের যাকাত’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৯৭৯।

[2]. তিরমিযী হা/৬২৩; নাসাঈ হা/২৪৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৩; মিশকাত হা/১৮০০, ‘যাকাত’ অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।

[3]. বুখারী হা/১৪৫৪, ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘ছাগলের যাকাত’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৭৯৬।

[4]. আবূদাঊদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ।

[5]. বুখারী হা/১৪৫৪, ‘যাকাত’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।

[6]. নাসাঈ হা/২৪৪৯; আলবানী, সনদ হাসান।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3295

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন